দৈনিক ইত্তেফাক

198

তারিখ 05 FEB 1998
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ৭

বিজ্ঞান শিক্ষা ॥ কোথায় আছি কেমন আছি

আমাদের দেশের বিজ্ঞান শিক্ষার সাথে উন্নত দেশগুলোর বিজ্ঞান শিক্ষায় রয়েছে বিশাল পার্থক্য। যারফলে দেখা যায় এদেশে বিজ্ঞান শিক্ষায় শিক্ষিত ছাত্র-ছাত্রী উন্নত দেশগুলোতে গিয়ে সঠিক মর্যাদা পান না। ওই দেশের কোন কোর্স না করা পর্যন্ত এদেশের কোর্সের মর্যাদা পান না। এতো সামান্য ব্যাপার। উন্নত দেশগুলোর এমন কিছু বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে যারা বাংলাদেশের স্নাতক গ্রাজুয়েটদের পুনর্বার ওদেশে 'গ্রাজুয়েশন' করতে বলেন। গতানুগতিকভাবে প্রশ্নটা আসবে কেন? প্রধান কারণই হচ্ছে আমাদের ওপর ওদের বিশ্বাসের এবং পড়া-শোনার মানের অভাব। উন্নত দেশের ছেলে-মেয়েরা প্লে-স্কুল থেকে শুরু করে ডিগ্রী পর্যন্ত বিজ্ঞানের যে সুবিধাটুকু ভোগ করে আমরা তা ছোঁয়াতো দূরের কথা তার ত্রিসীমানায়ও নেই। প্রতিনিয়ত ওরা যেভাবে বিজ্ঞানের নিজ নতুন ধারণার সাথে পরিচিত হচ্ছে, আমরা সেভাবে পিছিয়ে পড়ছি। বাপ-দাদা আমলের সনাতন বিষয়গুলোকে একইভাবে পড়ে যাচ্ছি। বাংলাদেশের এইচ, এস, সির বিজ্ঞান বই দেখে জনৈক লন্ডনবাসী শিক্ষক বলেছিলেন– ব্রিটেনের ছেলেমেয়েরা নাকি এসব গ্রেড সেভেন- এইটে পড়েন। পাঠক বুঝুন অবস্থা? কেন তবে ওরা আমাদের দেশের বিজ্ঞান শিক্ষিত ছেলে-মেয়েদের পাত্তা দেবে। আমাদের পাঠ্যক্রমে যেমন দৈন্যদশা। পরীক্ষা পদ্ধতিতেও রয়েছে অবৈজ্ঞানিক সব ব্যাপার-স্যাপার। বাইরের ছাত্র-ছাত্রীদের তুলনায় আমাদের দেশের ছাত্র-ছাত্রীরা কম পড়াশুনা করে না। বরং কোনও কোনও ক্ষেত্রে ওদের হার মানায়। তারপরও শুধু অবৈজ্ঞানিক সনাতনী ধারার পাঠ্যপুস্তক ও পরীক্ষা পদ্ধতির জন্য আমরা ওদের চোখে হেয় হচ্ছি। বাইরে পড়ুয়া বাংলাদেশী অনেক ছাত্র-ছাত্রী ওদের থেকে খুব ভাল ফলাফল করছে। এ থেকেই প্রমাণিত হয়ে যায় মেধায় আমাদের দেশের ছাত্র-ছাত্রীরা মোটেই পিছিয়ে নেই।

> *বাংলাদেশের এইচ, এস, সির বিজ্ঞান বই দেখে জনৈক লন্ডনবাসী শিক্ষক বলেছিলেন– ব্রিটেনের ছেলেমেয়েরা নাকি এসব গ্রেড সেভেন- এইটে পড়েন। পাঠক বুঝুন অবস্থা?*

পড়াশোনা পদ্ধতি ঃ পাঠ্যক্রম থেকে শুরু করে পরীক্ষা পদ্ধতি সব জায়গাতে আমাদের সনাতনী ধারা। বাপ-দাদা আমলের পাঠ্যক্রম এখনও পড়ছে আজকের ছেলে-মেয়েরা। পরীক্ষা পদ্ধতিতেও কোনও পরিবর্তন আসেনি। একটি নির্দিষ্ট ফর্মে পড়ে গেছে আমাদের দেশের শিক্ষা পদ্ধতি। বাপ- দাদারা প্রবেশিকা পরীক্ষায় যে বিজ্ঞান বই পড়েছে, আজও ছাত্র-ছাত্রীরা এস, এস, সিতে, সেই বই পড়ে। পুরনো সেই পরীক্ষা পদ্ধতি এখনও রয়ে গেছে। অবশ্য ইদানীংকালে এস,এস,সি পর্যায়ে বিজ্ঞান বইগুলোতে পরিবর্তন এসেছে। তবে তাও যে খুব একটা বেশি তা নয়। এইচ, এস, সি, ডিগ্রী এখনও আগের পর্যায়ে রয়েছে। আমাদের পাশের দেশগুলোতেও এখন পড়াশোনায় পরিবর্তন এসেছে। বিজ্ঞান শিক্ষায় জোরদার হচ্ছে ওদের পাঠ্যক্রম। ছেলেবেলা থেকেই ছাত্র-ছাত্রীদের বিজ্ঞানমনস্ক করার চেষ্টা চলছে। আর আমাদের দেশে ঘটছে তার বিপরীত কাজকারবার।

পাঠ্য পুস্তকগুলো ওদের দেশে এমনভাবে তৈরী যাতে সহজে ছাত্র-ছাত্রীরা বিজ্ঞানের কঠিন কঠিন মার-প্যাঁচ সহজে ধরতে পারছে। মুখস্তের পরিবর্তে তারা পুরো ব্যাপারটি নিয়ে ভাবছে। নতুন কিছু সৃষ্টির প্রেরণা পাচ্ছে। আর আমাদের দেশের পুরো পড়াশোনা পদ্ধতিতে রয়েছে মুখস্তের ছড়াছড়ি। পরীক্ষার হলে ঠিকমতো বমি করতে পারলেই পুরো নম্বর। রাতারাতি মেধাবী ছাত্রে পরিণত হওয়া কোনও ব্যাপারই না। অথচ বাইরে মুখস্তের হার একেবারেই কম। প্রতিনিয়ত ওরা পাল্টাচ্ছে ওদের বিজ্ঞানের সিলেবাস। বিগত প্রশ্নের সাথে কোনও মিল খুঁজে পাওয়া যায় না পরবর্তী প্রশ্নগুলোর। ওদের দেশের শিক্ষকরা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী নিজেদের ইচ্ছেমতো তাঁরা নিজের বিষয়ের সিলেবাস পাল্টে দেয়। অবশ্যই স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম টিকিয়ে রেখে।

উন্নত পরীক্ষাগার ঃ মাধ্যমিক পর্যায়ে তো দূরে থাক ডিগ্রী পর্যায়ের বিজ্ঞান কলেজগুলোতে উন্নতমানের কোন ল্যাবরেটরী নেই। কয়েকটি কলেজে থাকলেও সেখানে যে যন্ত্রপাতি রয়েছে তা দিয়ে সঠিক মান নির্ণয়ও অসম্ভব। পূর্বপুরুষরা যে যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে গেছে আমাদের দেশের বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীরাও তাই করছে। পরিবর্তন আসেনি বিজ্ঞানাগারে। বরং দিন দিন পুরনো হয়েছে। বিশ্বে সবাই দৌড়াচ্ছে আর আমরা দাঁড়িয়ে আছি। কোনও কোনও ক্ষেত্রে পিছনে হাঁটছি। ছাত্র-ছাত্রীদের প্রেরণা যোগানোর মতো কোনও কিছু নেই আমাদের দেশে। বিজ্ঞানকে সবাই যেমন কঠিনভাবে তেমনি শ্রদ্ধা করে। অথচ আমরা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের বিজ্ঞানপড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীদের ত্রিসীমানায় পৌঁছতে পারছি না। উন্নত দেশগুলোতে গ্রেড ফাইভের ছেলেরা পুরোপুরি কম্পিউটার চালাতে পারে। যা আমাদের দেশের বিজ্ঞানে স্নাতক নেয়া একটা ছেলে পারবে না কিনা সন্দেহ আছে।

বিজ্ঞান ডিগ্রী কলেজগুলোতে ল্যাবের অবস্থা এতো খারাপ যে কোনও কোনও কলেজে ব্যবহারিক পরীক্ষা না নিয়ে নাম্বার দেয়া হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের জ্ঞানের পরিধি বাড়ানোর কোনও সুবিধাই নেই এদেশে। ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা খেই হারিয়ে ফেলছে। আগ্রহ কমছে দিনকে দিন বিজ্ঞানের ওপর থেকে।

অবাধ সুযোগ ঃ বিজ্ঞানে পড়ুয়া একটা ছেলে উন্নত দেশগুলোতে যে সুবিধা ভোগ করে আমরা তার ধারে-কাছেও ঘেঁষিনা। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিজ্ঞানের নব বার্তা পৌঁছে দেয়ার জন্য, ছাত্র-ছাত্রীকে ভাবাতে, প্রেরণা যোগাতে উন্নত দেশগুলোতে প্রতিনিয়ত চলছে বিজ্ঞান মেলা, কনফারেন্স, কুইজ, ভ্রমণ আরও অনেক কিছু। তত্ত্বীয় বিষয়গুলোর সাথে ওরা যেমন নিজেকে মিলাচ্ছে, তেমনি জেনে নিচ্ছে ব্যবহারিক দিকগুলো। বিজ্ঞানের ব্যবহারিক দিক না জানলে বিজ্ঞান পড়ার আসল রসটাই আস্বাদন করা হয় না। ফলতঃ আমাদের দেশের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে বিজ্ঞান মনস্কতার অভাব দেখা যায়। আমাদের দেশে এখন বিজ্ঞানে চাকুরীর অবস্থা একটা নির্দিষ্ট গন্ডিতে পড়ে গেছে। নতুন লোক নিয়োগ তাই বন্ধ হয়ে আছে। বিজ্ঞান পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীরা তাই অন্যদিকে ঝুঁকছে। বিজ্ঞানের ওপর ভরসা রাখতে পারছে না। অথচ বাইরের ছেলে-মেয়েদের জন্য অফুরন্ত সুযোগ। নিজেকে কোনও না কোনও জায়গায় ঠিকই মানিয়ে নিচ্ছে। বিজ্ঞান মনস্কতা ওসব দেশে বেড়ে যাওয়ায় পশ্চাৎপদতা নেই। অনবরত তারা ইচ্ছে তো বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করছে। নতুন নতুন তত্ত্ব, তথ্য বের করছে। অথচ আমাদের দেশে চলছে বিজ্ঞানের বন্ধ্যাত্ব। ❑ **সুজন হায়দার**